মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৪

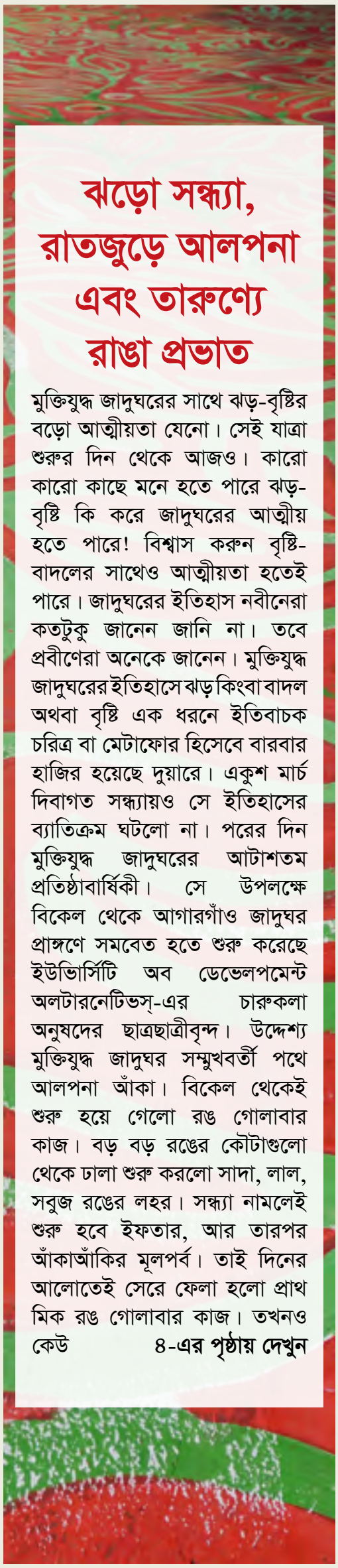

ঝড়ো সন্ধ্যা, রাতজুড়ে আলপনা এবং তারুণ্যে রাঙা প্রভাত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে ঝড়-বৃষ্টির বড়ো আত্মীয়তা যেনো। সেই যাত্রা শুরুর দিন থেকে আজও। কারো কারো কাছে মনে হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি কি করে জাদুঘরের আত্মীয় হতে পারে! বিশ্বাস করুন বৃষ্টি-বাদলের সাথেও আত্মীয়তা হতেই পারে। জাদুঘরের ইতিহাস নবীনেরা কতটুকু জানেন জানি না। তবে প্রবীণেরা অনেকে জানেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ইতিহাসে ঝড় কিংবা বাদল অথবা বৃষ্টি এক ধরনে ইতিবাচক চরিত্র বা মেটাফোর হিসেবে বারবার হাজির হয়েছে দুয়ারে। একুশ মার্চ দিবাগত সন্ধ্যায়ও সে ইতিহাসের ব্যাতিক্রম ঘটলো না। পরের দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আটাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সে উপলক্ষে বিকেল থেকে আগারগাঁও জাদুঘর প্রাঙ্গণে সমবেত হতে শুরু করেছে ইউভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভস্-এর চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্মুখবর্তী পথে আলপনা আঁকা। বিকেল থেকেই শুরু হয়ে গেলো রঙ গোলাবার কাজ। বড় বড় রঙের কৌটাগুলো থেকে ঢালা শুরু করলো সাদা, লাল, সবুজ রঙের লহর। সন্ধ্যা নামলেই শুরু হবে ইফতার, আর তারপর আঁকাআঁকির মূলপর্ব। তাই দিনের আলোতেই সেরে ফেলা হলো প্রাথমিক রঙ গোলাবার কাজ। তখনও কেউ ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

২২ মার্চ ২০২৪

২৮ বছরের পথচলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ২২ মার্চ ২০২৪ পুর্ণ করলো প্রতিষ্ঠার অষ্টবিংশ বর্ষ। এ উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত হয় বিশেষ স্মারক বক্তৃতা। স্মারক বক্তব্য প্রদান করেন খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্ডিনার প্রফেসর অব ওশিয়ানিক হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাফেয়ারস্– অধ্যাপক সুগত বসু, তাঁর অপর পরিচয়, তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্র বসুর পৌত্র। জনাকীর্ণ মিলনায়তনে দর্শক সারিতে সমবেত ছিলেন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনীতিবিদ, শিল্পীসহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানা স্তরের সুহৃদবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। নবীন-প্রবীণের এই মিলনমেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ২৮ বছর আগে এক ঝড়ো সন্ধ্যায় সেগুন বাগিচার ভাড়া বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা শুরুর দিনটি স্মরণ করেন। আজকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে জায়গায় জাদুঘর পৌঁছেছে তার কৃতিত্ব তিনি এদেশের সাধারণ মানুষকে দেন। তিনি মনে করেন, জাদুঘরের সবচেয়ে বড় সুলক্ষণ হচ্ছে এর তারুণ্যময় কর্মকাণ্ড। এই তারুণ্যের শক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাতে ধরে রাখতে ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্মারক বক্তৃতার সারসংকলন

> “ বাংলার উদার রাজনৈতিক পরম্পরা দেশভাগ সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে পারেনি

সুধীবৃন্দ, আজ একটি আনন্দের দিন। আপনাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা দিবস। জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাই আজ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। জানুয়ারি ১৯৭২ এক অ্যাম্বুলেন্স ওষুধপত্র নিয়ে আমার বাবা ড. শিশির কুমার বসু কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছালেন। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। এসময় সাথে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মী ফনী মজুমদার। বঙ্গবন্ধু সেই সাক্ষাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন– ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের সিরাজোদ্দৌলা দিবস পালনের ডাক, যা হিন্দু-মুসলিম, নির্বিশেষে তৎকালীন সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি আমার পিতামহের কথা উল্লেখ করে বলেন– ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসু এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি সাহেব ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিলেন। আমার পিতা বঙ্গবন্ধুকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ ফেলে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে নীলিমা ইব্রাহিমকে নিজের ভাষণের রেকর্ড দিয়ে নেতাজি ভবনে পাঠিয়েছিলেন। ২৩ জানুয়ারি ১৯৭২ নেতাজি ভবনে গমগম করে বেজে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠস্বর। রমেশচন্দ্র মজুমদারে সভাপতিত্বে সেই ঐতিহ্যপুর্ণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আজও গেঁথে রয়েছে। একাত্তরে এই নেতাজি ভবন হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কর্মযজ্ঞের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে বিপ্লবী বীণাদাস ভৌমিকের নেতৃত্বে আমার মা কৃষ্ণা বসুকে দেখেছি ট্রাঙ্কে করে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করতে। যা পাঠানো হতো শরণার্থী শিবির এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনের খবর এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা আমাদের আলোড়িত করেছে। কলকাতায় তখনও টেলিভিশন আসেনি। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ পরের দিন আমরা রেডিও মারফত শুনে ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

২৫ মার্চ
বাংলাদেশ গণহত্যা দিবস
‘গণহত্যা স্মরণের রাজনীতি’
শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা

২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত এই দিনটির নৃশংসতা জাতি তার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে স্মরণ করে। একাত্তরের নির্মম গণহত্যার স্মরণে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২৫শে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশের গণহত্যা দিবসকে পালনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ২৫ মার্চ ২০২৪ সকাল ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক খাতিমান গণহত্যা গবেষক এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এলিসা ভন জোডেন-ফোরজি ‘গণহত্যা স্মরণের রাজনীতি’ বিষয়ক মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, ‘আমরা যারা ৭১ দেখেছি, আমরা জানি ২৫ মার্চ কী ভয়ংকর রাত ছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কেন আমরা গণহত্যা দিবসটিকে স্মরণ করছি। এটা ছিল নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষদের ওপর সশস্ত্র হামলা’।

পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘বিংশ শতাব্দী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাসহ বেশ কয়েকটি নৃশংস গণহত্যা দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালে তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আনন্দিত যে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির বিষয়টি বিলম্বিত হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই সাহসীভাবে এবং জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছে গণমানুষের দাবিতে। বিচার বিলম্বিত হতে পারে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও, গণহত্যা নিয়ে গবেষক, সুশীল সমাজ, সংস্থা এবং সকলকে এই মহৎ লক্ষ অর্জনে একসাথে কাজ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক মূল বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, “ড. এলিসা গণহত্যা অধ্যয়ন ও গণহত্যা প্রতিরোধে কাজ করছেন। তিনি এবং তার আর্জেন্টিনার সহকর্মী ইরিনা ভিক্টোরিয়া গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য লেমকিন ইন্সটিটিউট অফ জেনোসাইড প্রিভেনশন প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের কাছে তাঁরা অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন যখন লেমকিন ইনস্টিটিউট একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ২০২১ সালে বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশ গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেয়।

‘গণহত্যা স্মরণের রাজনীতি’ শীর্ষক স্মারক বক্তব্যে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতার উৎসবে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র : নির্মাতার কথন

২৩ মার্চ ২০২৪

তখন আমি কানাডায়, আমার টরন্টো নিবাসে। বাংলাদেশী নাম্বার থেকে একটা ফোন আসলো। আমাদের সকলের গর্বের প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফোন। জাদুঘরের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্রকার স্বজন মাঝি জানালেন– ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ছয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ আমরা আপনার নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *আজীবন মুক্তিযোদ্ধা* দেখাতে চাই, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।’ আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললাম যে, আমি খুবই খুশি হবো যদি এমন কিছু হয়! মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস দেখানো হবে, এর চেয়ে বড় কিছু আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো না ভেবে মনটা একটু বিষণ্ন হয়ে উঠলো। কারণ ইতোপূর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে আমার আরেক প্রামাণ্যচিত্র ‘নওফেল মরে না’ প্রদর্শিত হয়েছিল। জাদুঘরের এবারের প্রদর্শনীটাও মিস করতে ইচ্ছা করছিল না। ইচ্ছাটাই বড় শক্তি। হুট করেই অন্য এক কাজে দেশে যাবার প্রয়োজন এসে দাঁড়ালো সামনে আর তার সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ডাকতো ছিলোই। অল্প সময়ের নোটিশে বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। এবার বাংলাদেশে যাবার সকল উত্তেজনার কেন্দ্র হয়ে উঠলো আমাদের সবচেয়ে গর্বের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, যার সাথে আমাদের সবচেয়ে বড়ো অর্জনের ইতিহাস ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমার মনবাসনা আর সৌভাগ্য আমাকে হুট করেই টরেন্টো থেকে আমার প্রামাণ্যচিত্র সমেত ঢাকায় উড়িয়ে আনলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্বাধীনতা উৎসবে। নির্ধারিত দিনে (২৩ মার্চ, ২০২৪) আমি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ কিছু তরুণ আগে ভাগে গিয়ে হাজির হলাম। স্বজনও নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে চলে এলেন। স্ক্রিনিংপূর্ব সকল কাজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীদের সহায়তায় নির্ধারিত সময়ের আগেই সমাপ্ত হলো। স্ক্রিনিং শুরুর প্রায় ৩০ মিনিট আগে আরেকজন মানুষকে দর্শক দেখে খুব অবাক এবং খুশি হলাম।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা-২০২৪

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা এবছর এক যুগে পা রাখল। ১২ বছর আগে ৭ জন অভিযাত্রী যে অপূর্ব অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন- শত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সেই 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে পৃথিবীর নানান প্রান্তে। ২০১৩ সালে পর্বতারোহী দল অভিযাত্রী একান্ত নিজেদের মতো করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনবাজি রাখা শহিদদের স্মরণে যে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন ২০১৬ সালে তাতে এক নবমাত্রা যোগ হয়। সেবছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অভিযাত্রী'র সাথে যুক্ত হয়ে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে এই পদযাত্রা।

এবছর 'শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা, মৌলভীবাজার, আমেরিকার বোস্টন এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়াতে। এবছর পদযাত্রায় অংশীজন নিয়ে অভিযাত্রীর খুব বেশি প্রত্যাশা ছিলো না। নিবন্ধনও চলছিলো খুব ঢিমেতালে। কিন্তু ২৫ মার্চ আমরা অবাক হলাম- চৈত্রের তীব্রদাহ উপেক্ষা করে রমজান মাসেও দু'শোর বেশি পদযাত্রী 'শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা'য় নিবন্ধন করেন। মৌলভীবাজারের ধলুই নদীর পাড় থেকে খবর আসে তারা নিজ উদ্যোগে শহিদদের কথা স্মরণ করে হাঁটছে, যখন খবর আসে শেরপুরের তরুণরা হাঁটবে সেই বাঙালি তরুণদের কথা স্মরণ করে যারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রেখে সম্মুখ সমরে ক্রমাগত শত্রুর বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া বুকের ছিদ্র দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্তে শুকানো মাটি কাদা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, যখন খবর আসে পাবনার মানুষ হাঁটবে সেই সব শহিদদের কথা স্মরণ করে যারা শহিদ হবার পর সৎকার করার মানুষটিও তাদের পরিবারে অবশিষ্ট ছিল না, যখন খবর আসে জামালপুরের মানুষ হাঁটছে সেই সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা স্মরণ করে যাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত মগজ শত্রুপক্ষের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়েছে, তখন অভিযাত্রীর চোখে পানি আসে। এমন লক্ষ মায়ের সন্তানের রক্তে যে মাটি পবিত্র সেই মাটির উপর অভিযাত্রীরা দীপ্ত শপথ নিয়ে শহিদদের কথা স্মরণ করতে করতে এগিয়ে যায়। বোস্টনে পদযাত্রা করেছেন মাসরুরা ঐশি এবং স্থানীয় সংগঠন 'বাক'-এর বন্ধুরা। বোস্টন কমনস থেকে ফ্রিডম ট্রেইল ধরে আট কিলোমিটার পথে এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বন্ধু অরূপ রতন, নদীয়া জেলার আদিবাসি; তাঁর বাবা এবং মায়ের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বাংলাদেশী; ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় তাঁরা পাড়ি জমান ওপার বাংলায়। অরূপ রতন এবছর ২৬ মার্চ নবদ্বীপ থেকে মায়াপুর, সেখান থেকে বামুনপুকুর নামের একটি জায়গায় বল্লাল সেন-এর তৈরি ৮০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষে অনেকটা সময় কাটিয়ে বামুনপুকুর থেকে কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি এসে ৩৪ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে ফের নবদ্বীপে ফিরে আসেন।

তার অনুভূতির কিছুটা নিচে তুলে ধরা হলো-

"শুরুতে বললাম আমি বাংলাদেশের নাগরিক নই। কিন্তু আমার বাবার জন্ম বাংলাদেশে। আমার মা এবং বাবা, দুই তরফের পূর্বপুরুষেরা দেশভাগের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন। সুতরাং অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগের মাত্রা এবং পরিমাণ কিছু কম নয়, তাই এই কথা বলা যেতেই পারে, রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও মানসিকভাবে আজকে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবেই আমি শোক থেকে শক্তিতে উত্তরণের পথে এগোনোর চেষ্টা করেছি।"

'অভিযাত্রী' বিশ্বাস করে, একসময় এই পদযাত্রা ইতিহাস হবে। '৫২ থেকে '৭১ স্বাধীনতার পথরেখার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে। সকল শ্রেণি-পেশার সব বয়সী মানুষ অংশ নিবেন এ অদম্য পদযাত্রায়। মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত গাছের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে এই নতুন প্রজন্ম জাতির বীর সন্তানদের প্রতি যুগযুগান্তর শ্রদ্ধা জানাতে থাকুক এ প্রত্যাশা 'অভিযাত্রী'র।

ইমাম হোসেন, সদস্য, অভিযাত্রী দল

বিস্ময় জাগে আজকের তরুণদের দিকে তাকিয়ে

আমার বিস্ময় জাগে ওদের দিকে তাকিয়ে। ওরা অর্থাৎ তরুণ প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, দেখেনি তার ভয়াবহতা। যাদের হাতের মুঠোয় মোবাইল, গ্লোবাল নেটওয়ার্কে ঘরে বসেই ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিক। সে দিকে তাকিয়ে আমরা ক্ষোভে দুঃখে বলি- যাদের মন ভেসে বেড়াচ্ছে জলে ভাসা কচুরিপানার মতো তাদের কী কোনো দিকে খেয়াল আছে? দেশ তো দূরের কথা না! আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে তরুণদের একাংশ যারা 'অভিযাত্রী' নামে পরিচিত তারা আয়োজন করে এক অভিনব কর্মসূচির। 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' শিরোনামে দল বেঁধে পায়ে হেঁটে অতীতকে জানা-বোঝার এক অভিনব প্রয়াস। এবারে এই পদযাত্রার সময়টা পড়েছে পবিত্র রমজান মাসে। মার্চের গরমটাও বেশ তেতে উঠেছে। ভেবেছিলাম তেমন কাউকে পাওয়া যাবে না এই দীর্ঘ পথে হাঁটার সাথী হিসেবে, যা বেশ কষ্টসাধ্য। প্রতিবছর টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থেকে ভারতেশ্বরী হোমসের বেশ কিছু ছাত্রী আমার সাথে পদযাত্রায় অংশ নেয়। রমজানের ছুটির কারণে তারাও নিজ নিজ বাড়িতে আছে। দেখলাম আমাকে ভুল প্রমাণ করে তারাও যথাসময়ে হাজির হয়ে গেছে ঢাকায়, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। কেউ ফেনী থেকে, কেউ যশোর, কেউ ফরিদপুর, মির্জাপুর, কেউ সিলেট থেকে। ইতোমধ্যে এসে গেছেন মফিদুল ভাই, ইয়াসমিন আপা, জাফর ইকবাল স্যার, নিশাত মজুমদার, ফরিদপুর থেকে বেগ ভাইসহ আরও অনেকে।

তখনও আকাশটা খোসা ছাড়ানো লিচুর মতো একটু একটু করে ফর্সা হতে শুরু করেছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঘন্টার কাটা ৬টার ঘর ছুঁই ছুঁই। হাতে লাল সবুজের পতাকা, প্রাণময় কণ্ঠে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে শত কণ্ঠে মুখরিত হয় শহিদ মিনার। পথে যেতে যেতে ছাত্রীদের কণ্ঠে সংগ্রামী দিনের গান। খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্যেরা সে গানে গলা মেলায়। সেই গানই হয়ে ওঠে পথের পাথেয় ।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে দৃপ্ত পদযাত্রায় জগন্নাথ হল- বধ্যভূমিতে যেখানে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে আক্রমণ করে গণহত্যা ঘটিয়েছিল নির্মম নৃশংসতায়। সে ইতিহাস শোনালেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। নীরবে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় সেখানে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে জাফর ইকবাল শোনালেন সেদিনের ইতিহাস। সে ইতিহাস শুনে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে চলা। বেশ খানিকটা হেঁটে আমরা পৌঁছে যাই মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু মানুষকে আটক রেখে নির্যাতন করা হতো। এখানে ছাত্রীরা গান গেয়ে উঠলো 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান'। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশীষ আপন মনে সে গানের সাথে মন্দিরা বাজিয়ে চললেন।

এর পরের ঠিকানা বসিলা থেকে নদীপথে গিয়ে নয়ারহাট গণবিদ্যাপিঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথচলা। দিনের আলো প্রায় ঝিমিয়ে এসেছে। আমরা ক্লান্ত পায়ে পৌঁছে যাই জাতীয় স্মৃতিসৌধের পদতলে। কেন জানি গলায় উথলে ওঠে 'ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি'।

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শপথ নেবার মুহূর্তটি অভিযাত্রীদল হাঁটু গেড়ে বসে। যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে আমাদের প্রতিজ্ঞা

হে আমার মহান অগ্রজেরা তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য
তোমরা পালন করেছো/ অসীম সাহসিকতায়/ বিরল ভালবাসায়
আর নিপুন নিষ্ঠায়/ কর্তব্যের সময় এবার আমাদের/তোমাদের সাহস, ভালবাসা ও নিষ্ঠা সঞ্চারিত হোক আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হোক এই শপথের মর্মবাণী।এই শুভকামনা।

হেনা সুলতানা, শিক্ষক, ভারতেশ্বরী হোমস্

শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবারের মতো এবারও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০২৪ রবিবার সকাল ১১টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় কয়েক শত শিশু-কিশোরের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত শিশু-কিশোররা 'শুভ জন্মদিন' ধ্বনিতে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে *সেভ আওয়ার সোল (এসওএস) শিশু পল্লী*, *মিরপুর জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠের বধ্যভূমি সন্তানদল* এবং *আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল*-এর শিক্ষার্থী বন্ধুরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে নৃত্য পরিবেশন করে এসওএস শিশু পল্লীর শিশু-কিশোর বন্ধুরা। তারপর এসওএসের বন্ধুরা পরিবেশন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীর বিশেষ সংগীত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এসওএস মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে যুদ্ধশিশু নিপীড়িত নারীদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজ করে আসছে। এসওএস-এর পরিবেশনা শেষে মঞ্চে আসে একাত্তরে নিপীড়নের শিকার পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যদের নিয়ে গঠিত *বধ্যভূমির সন্তানদল*। শিশু-কিশোর বন্ধুরা তাদের পরিবেশনা শুরু করে 'আমার দু'চোখ ভরা স্বপ্ন' গানের মধ্য দিয়ে। একেএকে পরিবেশন করে 'আমরা পুবে পশ্চিমে', 'আমরা সবাই বাঙালি', এবং 'জয় হোক জয় হোক', দলগত সংগীত। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের শিক্ষার্থী বন্ধুরা।

২৮ বছরের পথচলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারে এটিই তার কামনা। যে সম্মান এবং ভাবমূর্তি নিয়ে জাদুঘর এগিয়ে যাচ্ছে সেটি যেন অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকবে জাদুঘরের। উপস্থিত সুধীদের কাছে জাদুঘরের বিগত এক বছরের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। অধ্যাপক সুগত বসুকে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। অধ্যপক সুগত বসু ইতিহাসকে নতুনভাবে চেনাচ্ছেন-জানাচ্ছেন, অনেক তরুণ প্রজন্মের ইতিহাসবিদকে তিনি দীক্ষিত করে তুলছেন বলে উল্লেখ করেন। নানাভাবে বাংলাদেশের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা তুলে ধরেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। মুক্তিযুদ্ধের সময় অ্যালগিন রোডের নেতাজি ভবন ও নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কয়েক প্রজন্ম ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে এই পরিবারের যে সম্পৃক্তি তা সুগত বসু অব্যাহত রেখেছেন এবং আজকে এখানে তাঁর আগমন আগামী প্রজন্মের সাথে ইতিহাসের এক নতুন সংযোগের সূচনা করবে।

এরপর জাদুঘর মিলনায়তনে উপচে পড়া দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক ঘণ্টাব্যাপী অধ্যাপক সুগত বসুর 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মৃতি সংরক্ষণ' বিষয়ক স্মারক বক্তব্য উপভোগ করেন। সব শেষে ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, সুগত বসুর বক্তব্যে আমরা শুধু ইতিহাসের তথ্য পাইনি, পেয়েছি দিক নির্দেশনা ও নতুন ভাবনার খোরাক। সব মিলিয়ে আজকে আমাদের প্রাপ্তি অনেক। ইতিহাস বিকৃতি ও বিস্মৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই সে সংগ্রামে অতীতেও জাদুঘর সবার সহায়তা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সে ভালোবাসা পেতে চায়।

শরীফ রেজা মাহমুদ

ঝড়ো সন্ধ্যা, রাতজুড়ে আলপনা এবং তারুণ্যে রাঙা প্রভাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আঁচ করতে পারেনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস। একুশ মার্চ সন্ধ্যায় ইফতার সম্পন্ন করা সমবেত তরুণ চিত্রশিল্পীদের গায়ে স্পর্শ করলো বৃষ্টির ফোটা। সকলে অপেক্ষা করছিল পথচিত্র অঙ্কন কার্যক্রমের উদ্বোধক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী বীরেন সোম-এর আগমনের জন্য। তিনি এলেন চৈত্রের বৃষ্টি জল নিয়ে। বৃষ্টি ঝরে চলেছে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে। পথচিত্র অঙ্কন কর্মসূচির উদ্বোধন আর পথে আয়োজনের উপায় থাকলো না। নিরুপায় সকলে সম্মিলিত হলো শিখা চির অম্লাণ প্রাঙ্গণে। তরুণ চিত্রশিল্পীদের উদ্দেশে প্রথমে কথা সূচনা করলেন চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক শাহজাহান আহমেদ বিকাশ। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে নবীন নবীনাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তরুণদের উদ্দেশে মফিদুল হক বললেন, মানুষের বহু সহযোগিতায় এই জাদুঘরের পথচলা। তোমরাও আজকে সেই যাত্রায় সঙ্গী হলে। ট্রাস্টি সারওয়ার আলী পটুয়া কামরুল হাসানকে স্মরণ করে বীরেন সোমসহ অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান সম্পর্কে তরুণদের অবহিত করেন। ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর শিক্ষার্থীদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা তোমাদের মতো তরুণ ছিলাম। আজকে তোমরা যারা তরুণ তারা নিজেদের শ্রম ও মেধা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সচল রাখবে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে রাতের পর রাত জেগে তখনকার তরুণ শিল্পীদের সাথে পোস্টার লেখার স্মৃতিচারণ করেন। বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাস্কর্য চত্বর সম্মুখ আঙ্গিনায় শিল্পী বীরেন সোমের তুলির আঁচড়ে পথচিত্র অঙ্কন কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। গভীর রাতে বৃষ্টি থামলে শুরু হয় মূল পথচিত্র অঙ্কন কর্মসূচি। এরপর প্রায় শতাধিক তরুণ চিত্রশিল্পী রাতভর তুলির আঁচড়ে রাঙিয়ে তোলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অষ্টবিংশতিতম বার্ষিকীর নতুন প্রভাতের সূচনা।

শরীফ রেজা মাহমুদ

যুদ্ধপুরাণ নাট্যশিল্পীদের পুনর্মিলনী

একটি নাটকের আয়োজনকে ঘিরে প্রায় তিন মাস কলরব-মুখর ছিল মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণ। ৭ মার্চ শেষ প্রদর্শনীর পর থেকে এক নির্জনতা ঘিরে ধরে স্মৃতিপীঠকে। যে প্রাঙ্গণ ১৬ জানুয়ারি প্রথম মহড়া থেকে নাট্যশিল্পীদের পদচারণায় সজীব হয়ে উঠেছিল তা ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। খুব প্রয়োজন ছিল একটা পুনর্মিলনীর। প্রিয়মুখগুলো আবারো কাছে থেকে দেখার। অবশেষে উপস্থিত হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ৩ এপ্রিল ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় নাট্যশিল্পীদের পুনর্মিলনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান। দীর্ঘ একমাস পর একে অন্যের সাথে দেখা হওয়ায় সকলেই আবেগাপ্লুত। কারণ যুদ্ধপুরাণ টিম এখন একটি পরিবার। নাটকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি এই পরিবারের সদস্য। তাই আমন্ত্রণ কেউ উপেক্ষা করেননি। নাট্যশিল্পীদের পাশাপাশি কস্টিউম কারিগর, লাইট, সাউন্ড, ডেকোরেটরের সকলেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নেই কোন আনুষ্ঠানিকতা, নাটকের ক্ষুদে অভিনেতা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ অভিনেতারা একে একে মঞ্চে এলেন, তাদের মনের ভেতরে জমা অনুভূতিগুলো ভাগ করে নিলেন বাকিদের সাথে, পাশাপাশি কেউ গাইলেন গান তো কেউ আবৃত্তি করলেন আবার কেউ কোন নাটকের সংলাপ শোনালেন। ফারহানা আক্তার, কাজী আসির আবরার সত্য, পারভীন আক্তার কনা, শফিউল আলম বাবু, আকাশ চক্রবর্তী নির্ঝর, অন্তিক, জুয়েল রানা, রিভা, সমুদ্র প্রবাল, জুনায়েদ, ভূমিকা, সাদিয়া, লিনা, অদ্বিতিয়া, অমি, জাহিন এবং নাটকে সবচেয়ে ক্ষুদে শিল্পী আয়ানা এভাবেই মাতিয়ে রাখলেন মঞ্চ। পারভিন আক্তার কনা কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে এই কবিতাটি যদি আমি না বলি আমার অপরাধ হবে। আকাশ চক্রবর্তী নির্ঝর মান্না দে-র গাওয়া 'সবাই তো সুখি হতে চায়', সমুদ্র প্রবাল রবীন্দ্রসংগীত 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে', শিল্পী বাদল শহীদ ' আমি জনম জনম শত জনম', ঐতিহ্য দেবনাথ ভূমিকা, অমি, অরিত্রা এবং লিনা সমবেত কণ্ঠে দেশাত্ববোধক গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান' এবং অদ্বিতিয়া, সাদিয়া, লিনা এবং অরিত্রা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান/সংকটের কল্পনাতে হইয়ো না ম্রিয়মান'। দর্শক সারিতে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে সবার পরিবেশনা উপভোগ করলাম। ট্রাস্টি মফিদুল হক সকলের উদ্দেশে বলেন 'তোমাদের হাতেই আছে সেই জিয়নকাঠি যার ছোঁয়ায় ঘুমন্ত শহিদেরা আবারো জেগে উঠবেন। তোমাদের মাধ্যমে সবাই জানতে পারবে শহিদদের স্মৃতিকথা। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, 'পরিবেশ থিয়েটার বলতে যা বোঝায় যুদ্ধপুরাণ নাটকে তার সকল আবহ ছিল। বধ্যভূমির সন্তানদলের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। নির্দেশক কাজী আনিসুল হক বরুণ বলেন, নতুন শিল্পীদের তৈরি করে এমন একটা নাটক প্রস্তুত করা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। কতটুকু করতে পেরেছি জানি না তবে আমি নিশ্চিত আমি টিম তৈরি করতে পেরেছি। সবশেষ ইফতার আপ্যায়নের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় যুদ্ধপুরাণ নাটকে বধ্যভূমির সন্তানদলের প্রথম প্রযোজনার পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। যুদ্ধপুরাণ আমাদের সকলকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই বন্ধন অটুট থাকুক। জয় হোক যুদ্ধপুরাণ টিমের, জয় হোক সকল নাট্যশিল্পীর।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

একজন শিল্পীর অনুভূতি

পরিবেশ থিয়েটারে আমার প্রথম কাজ করা। যুদ্ধপুরাণ আমার কাছে একেবারে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আমরা যখন রিহার্সেল থেকে শুরু করে নাটকের শেষ শো-এর দিন পর্যন্ত যেতে থাকলাম তখন মনে হচ্ছিল আমি এত ভালোবাসা থেকে আবার দূরে সরে যাব। যুদ্ধ পুরাণ নাটক করতে এসে মনে হয়েছিল প্রতিটা ওয়ার্ড নতুন করে আবার শিখেছি। আমি নিজে মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা করি, মনে হচ্ছে যুদ্ধ পুরাণ করতে এসে সেগুলোর অনেক কিছুর উত্তর পেয়েছি। যেমনটা পাই কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা থেকে। যদি আবার কখনো এমন নাটকের সুযোগ পাই অবশ্যই এই সুযোগের হাতছাড়া করবো না। এই নাটকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমার অবয়ব নাট্যদল এবং পরিচালক কাজী আনিসুল হক বরুণ স্যার এবং সগীর মোস্তফা ভাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

মো: জুনায়েদ ইসলাম

স্বাধীনতার উৎসবে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র

২-এর পৃষ্ঠার পর

তিনি হলেন গোলাম মোস্তফা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফেনি-বিলোনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যার অবিস্মরণীয় অবদানের ইতিহাস জানতে 'যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি' বইটি পড়েছি। একজন আজীবন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র দেখতে আসলেন আরেকজন আজীবন মুক্তিযোদ্ধা। ১১টা থেকে স্ক্রিনিং শুরু হওয়ার কথা। ৫০-৬০ জন দর্শক বসে আছে মিলনায়তনে। কিন্তু স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগের একদল ছাত্রছাত্রী আমাদের প্রামাণ্যচিত্র দেখতে পথে জ্যামে আটকে আছে বলে স্বজন জানালেন। আমরা চাইলাম সবাই একসাথে বসে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখুক। এদিকে মিলনায়তনে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফাকে ঘিরে আমাদের আড্ডা জমে উঠলো। অবশেষে আধ ঘন্টা পিছিয়ে ১১টা ৩০ মিনিটে আমাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হলো। সেদিন অনেক চিত্রনির্মাতা, লেখক, সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্র নিয়ে পড়ালেখা করছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই), ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্ট (ইউল্যাব)-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন অনেক ছাত্র ছাত্রীরা এসেছিলেন। এসেছিলেন আমাদের সবার প্রিয় ভারতেশ্বরী হোমস্‌ের শিক্ষক হেনা সুলতানা আপা। আরও এসেছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ তানভীর আলম সজীব। আমরা সবাই একসাথে বসে দেখলাম একজন অকুতোভয় বীর ড. নূরুন নবীর জীবনী।

নাদিম ইকবাল, প্রামাণ্যকার

২৬ মার্চ স্বাধীনতা উৎসব ২০২৪

প্রতিবছরের মতো এবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠান। সকাল দশটায় জাদুঘর প্রাঙ্গণে জল্লাখানা বধ্যভূমির সন্তানদলের নেতৃত্বে শিশু-কিশোরদের পরিবেশিত জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনন্দানুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত সকল শিশু-কিশোরের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছোট্ট দুই শিশু।

পতাকা উত্তোলনের পর জাদুঘর মিলনায়তনে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে মিরপুরস্থ জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠের সাংস্কৃতিক সংগঠন বধ্যভূমির সন্তানদল, মুকুল ফৌজ মিরপুর ৬ নম্বর শাখা ও মূর্চ্ছনা সংগীত একাডেমির শিশুশিল্পীরা।

শিশুদের নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

স্মারক বক্তৃতার সারসংকলন

১ম পৃষ্ঠার পর

রোমাঞ্চিত হয়েছি। এই ভাষণের পর আমাদের এখানকার নির্বাচনের খবর ম্লান হয়ে গেল। ১০ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে জয়ী হলেন। ২৫ মার্চ থেকে পাকবাহিনীর তাণ্ডব শুরু হলো। এপ্রিল মাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের নেতাজি ভবনে আনাগোনা শুরু। মে মাসে বনগাঁ সীমান্তের কাছে বকচড়া গ্রামে আমার পিতা শিশির বসু প্রতিষ্ঠা করলেন নেতাজি ফিল্ড হসপিটাল। সেখানে সত্যেন বসু রায়ের নেতৃত্বে কলকাতার শল্য চিকিৎসকগণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। অর্থোপেডিক্সের দিকটা দেখতেন ডা. অশোক সেনগুপ্ত। তখন গ্রীষ্মের ছুটি। আমি বাবার সাথে প্রায়শই সেখানে যেতাম। দারিদ্র দেখে আমি বড় হয়েছি। তবে উদ্বাস্তু শিবিরে মানুষের যে কষ্ট দেখেছি সেটা বর্ণনা করার মতো না। বাবা ও তাঁর প্রাক্তন ছাত্র উমা শংকর সরকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতেন উদ্বাস্তু শিশুদের চিকিৎসা করতে। নেতাজি ফিল্ড হসপিটালে ২৫টি বেডের ব্যবস্থা ছিল। বাইরের তাবুতে আরও কিছু সজ্জা। জীবনে প্রথম সার্জিক্যাল সেখানেই দূর থেকে আমি দেখেছি। স্যালাইনের অভাব পড়লে কচি ডাব দিয়ে কাজ চালানো হতো। মা-ও যেতেন সেখানে। কলকাতাতে মুক্তিবাহিনীর কোন কোন ফিল্ড কমান্ডারের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিশেষভাবে মনে পড়ে নাজমুল হুদার কথা। তিনি আমার স্কুলের বন্ধু গোলাম হাসনাইনের মেশো মশাই।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যার পর মুক্তিবাহিনীর খালেদ মোশাররফ ও নাজমুল হুদা প্রাণ হারান। এরপরই তাজউদ্দীনসহ চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গণে মেলবন্ধনের সুযোগ করে দেয়। নেতাজি ভবনে নানা অনুষ্ঠান হয় সেবছর। সুচিত্রা মিত্র এমনই এক অনুষ্ঠানে মাকে জিজ্ঞেস করলেন কী গান গাওয়া যায় বলো তো– মায়ের সুপারিশ 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', সুচিত্রা মিত্র গাইলেন 'ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকি'। সেপ্টেম্বর মাসে মা-বাবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা করেছিলেন। খুব সম্ভবত নভেম্বর মাসের শেষ রবিবার বাবার সাথে ফিল্ড হসপিটালে এসে আমি আর বাবা সীমান্তের দিকে জিপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বেশ কিছুক্ষণ জিপটি চলার পর একটা কালভার্টের কাছে মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক জানালেন, আমরা বাংলাদেশের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছি। আর আগানো নিরাপদ হবে না। সত্যি কথা বলতে, পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া সেটাই আমার বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ। ৩রা ডিসেম্বর কলকাতার ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে গেলাম। তিনি কিছুই বললেন না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতে রেডিওতে শুনলাম উত্তর সীমান্তে ভারতের ওপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তান। ইন্দিরা গান্ধী এবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বঙ্গোপসাগরে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরকে তোয়াক্কা না করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ী হলো বাংলাদেশ। ২৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আসতে পারেননি। তবে তিনি এলেন দুই সপ্তাহ পরে। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ কলকাতার ময়দানে অনেক দূর থেকে এই অসামান্য বাঙালি নেতাকে দেখলাম। বাবা-মা তাকে দেখলেন আরও অনেক কাছ থেকে। কলকাতার রাজ ভবনে মুজিবের সম্মানে ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে। সেদিন শিশির বসু ও কৃষ্ণা বসু বঙ্গবন্ধুর জন্য নেতাজি ভবন থেকে একটা বিশেষ উপহার নিয়ে গেলেন। বিশের দশকের মাঝামাঝি মান্দালয় জেলে সুভাষ বসুর একটি গানের খাতায় তার ১৭টি প্রিয় সংগীত লিখে রেখেছিলেন। সুভাষ বসুর হাতে লেখা সেখানকার একটি গান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি-এর একটি স্কিল সিল্ক স্ক্রোল প্রতিলিপি সেদিন বন্ধবন্ধুর হাতে তুলে দেয়া হলো। সেদিন বঙ্গবন্ধু প্রোটেকলের তোয়াক্কা না করে দেশবন্ধু ও নেতাজির ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে ছুটে গিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলন চেয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে তাঁর উত্থাপিত বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়। এই দেশবন্ধু ছিলেন নেতাজির অনুপ্রেরণা আবার নেতাজি ছিলেন বন্ধবন্ধুর অনুপ্রেরণা। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় নেতাজি ভবনে শরৎ-সুভাষের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শেরে বাংলা এমন একটি বক্তৃতা করলেন, তারপরে তাকে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ খোয়াতে হলো। ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী যখন কাগমারী সম্মেলন করলেন তার একটি তোরণের নাম দিলেন চিত্তরঞ্জন তোরণ। ১৯৭৯ সালে আমি যখন পাসপোর্ট ভিসা সমেত আমার গবেষণার কাজে বাংলাদেশে এলাম, তখন এখানে সামরিক শাসন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি তখন ম্লান। সাধারণ মানুষ আমার কাছে নেতাজির কথা জানতে চান। আরও দুজন নেতার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা– সিআর দাস এবং শরৎ বোস। বাংলার যে উদার রাজনৈতিক পরম্পরা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তা দেশভাগ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারেনি।

অধ্যাপক সুগত বসু

'গণহত্যা স্মরণের রাজনীতি' : স্মারক বক্তৃতা

২-এর পৃষ্ঠার পর

মূল বক্তা বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম বিপর্যয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য বাংলাদেশ যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে তা অসাধারণ।' তিনি মনে করেন বিশ্বে গণহত্যা বন্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তার মতে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য বৈশ্বিক আঞ্চলিক বিরোধগুলোকে মদদ দেয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান কখনো আন্তর্জাতিক গণহত্যায় নিজেদের দায় স্বীকার করেনি, পাশাপশি তাদের মদদদাতা বন্ধু রাষ্ট্রসমূহও নিজেদের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করেছে।

মূল বক্তার বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, 'আমরা যেহেতু সবকিছু উপেক্ষা করে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি, আমরা আমাদের কূটনৈতিক অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করতে পারবো'। সবশেষে ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী বলেন, 'মানব সভ্যতার নিকৃষ্টতম অপরাধ হচ্ছে গণহত্যা। এটি প্রতিরোধ করা না গেলে মানব সভ্যতা বিপর্যস্ত হবে।' তিনি সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

লামিয়া আফরোজ রিহা
স্বেচ্ছাসেবক, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টেশন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গত ৩০ মার্চ ২০২৪ দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে পুরাতন ও নতুন ভলান্টিয়াররা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের উৎসব পরিচালক মফিদুল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম ও উৎসবের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ফরিদ আহমদ। রফিকুল ইসলাম উপস্থিত স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঢোকার রাস্তা আছে কিন্তু বের হওয়ার পথ নেই। ২৮ বছর আগে আমিও ঢুকেছিলাম, আজ পর্যন্ত বের হতে পারিনি। মফিদুল হক বলেন, 'আমার খুব ভাল লাগছে যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে অংশগ্রহণ করেছে। ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকে এসেছে। তোমরা সবাই মিলে একটা টিম তৈরি করেছ। আজকে তোমাদের এই যাত্রাটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। আমাদের জন্য একটা কঠিন কাজ ছিলো তোমাদের নির্বাচন করা। তোমরা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছো এবং অনেকটা বৈচিত্র রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি বলবো যে, সকলে মিলে আজকে সুন্দর একটা অভিযাত্রা শুরু হলো। আমি আশা করছি যে উৎসব শেষে আমরা সবাই আবার মিলিত হবো। এখান থেকে আমরা প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ হবো।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম শেষে স্বেচ্ছাকর্মীরা জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করে। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে উৎসব সমন্বয়ক ও উৎসবের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর তাদের কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে মোট ৩৭০ জন আবেদন করেছিলো। এর মধ্য থেকে ৩টি ধাপে সারা দেশের ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬০ জন শিক্ষার্থীকে ভলান্টিয়ার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এবারের উৎসব ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবের ভেন্যু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পাশপাশি আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকাতেও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে।

এম. ফারহাতুল হক
উৎসব সমন্বয়ক
দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

শ্রদ্ধাঞ্জলি : একাত্তরের পদযাত্রী বীরযোদ্ধা মো. শহীদুল ইসলাম

স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে যশোর, খুলনা ও কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৮ তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের বনগাঁ থেকে অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা : বাংলাদেশ হইতে দিল্লী' শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বীরযোদ্ধা মো. শহীদুল ইসলাম ছিলেন সেই দলের সহযাত্রী।

এই বীরযোদ্ধা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দিবাগত রাতে যশোরের একটি হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে কোন সুহৃদ যখন যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। হালকা পাতলা ছিপ ছিপে এই সুহৃদের সাথে পরিচয় অক্টোবর ২০১০ ঢাকায় সেগুন বাগিচার হোটেল কর্ণফুলিতে। তাঁরা এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তারপর থেকে সদালাপি এই মানুষটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হয়ে গেলেন। জাদুঘরের এই সুহৃদ অগাস্ট ২০১৫-এ ঝিনাইদহ জেলায় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়ে সমস্ত কাজ ফেলে আমাদের সাথে থেকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর ঐতিহাসিক লংমার্চের গল্প। সুহৃদ মো. শহীদুল ইসলাম দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হার্ট ও কিডনি জনিত রোগে ভুগছিলেন তবে ফোনালাপে জাদুঘরের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। অসুস্থ এই বীর যোদ্ধা নভেম্বর ২০২৩-এ ঢাকায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঝিনাইদহে ফিরে যাবার পথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছিলেন। অনেক সময় নিয়ে পুরো জাদুঘর ঘুরে দেখে একটি কথাই বলেন, বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্য পদযাত্রা করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলাম না। এই দেখাই আমার সাথে সদালাপী বীরযোদ্ধার শেষ দেখা। 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ' দলের সদস্য সদ্যপ্রয়াত বীর যোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রঞ্জন কুমার সিংহ

অষ্টম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং নবম উইন্টার স্কুল

একজন অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) তরুণ প্রজন্মকে গণহত্যা সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য গত নভেম্বর ২০২৩-এ তিন দিনব্যাপী গণহত্যা বিষয়ক দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আট দিনব্যাপী উইন্টার স্কুলের আয়োজন করে। এই আয়োজনে বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হন। ৯-১১ নভেম্বর ২০২৩-এ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হওয়া ৮ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিষয় ছিল "জেনোসাইড অস্বীকারের রাজনীতি: সত্য স্বীকৃতি এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম" এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি- ২ মার্চ, ২০২৪-এ টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কমপ্লেক্সে আয়োজিত স্কুলের বিষয় ছিল "জেনোসাইড স্টাডিস: রেস্পন্স অ্যান্ড রেস্পন্সিবিলিটি।" কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হিসেবে দুটো প্রগ্রামেই আংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয় আমার।

কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গণহত্যা বিশেষজ্ঞদের সান্নিধ্য আমরা পেয়েছি। পেপার প্রেজেন্টেশন, প্যানেল আলোচনা, ফিল্ম স্ক্রিনিং এবং মেন্টরশিপ সেশন ছাড়াও, বিশেষজ্ঞদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপন তরুণদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সান্ধ্যকালীন 'নেটওয়ার্কিং' অধিবেশনসহ বিজ্ঞদের সাথে 'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং' এবং 'উচ্চতর অধ্যয়ন, গবেষণা এবং প্রকাশনা' বিষয়ে তরুণ অংশগ্রহণকারীদের মত বিনিময় ছিল বাড়তি পাওনা। আমার উপস্থাপনার বিষয় ছিল 'আদারস্ ভিকটিমস অফ দ্য হলোকাস্ট: আফ্রো-জার্মানস, ডিফারেন্টলি-অ্যাবেল্ড, রোমানিজ, সমকামী এবং জেহোভাস উইটনেস', প্যানেলের পরিচালনায় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী। শ্রোতা, কো-প্যানেলিস্ট এবং চেয়ারের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক সাড়া আমাকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও আমি একটি প্যানেল আলোচনায় আংশগ্রহণ করি যার শিরোনাম ছিল "জেনোসাইডের তরুণ গবেষক ফোরাম: দেশে এবং বিদেশে গণহত্যা গবেষণার প্রচার।" জেনোসাইড স্টাডিজের ক্ষেত্রে আসার পিছনে আমাদের অনুপ্রেরণা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমবর্ধমান ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং বিশ্বজুড়ে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্বেষ যেমন অ্যান্টিসেমিটিজম ব্যবহার করা হচ্ছে, এসব বিষয়ে আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

নবম উইন্টার স্কুলের ভেন্যু কুমুদিনীতে হওয়ায় নানাভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠে। আমরা কমপ্লেক্সে পা রাখার মুহূর্ত থেকেই কুমুদিনী কমপ্লেক্সের পরিবার এবং কর্মীরা তাদের নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে অংশগ্রহণকারীদের দেখভালে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা, গ্রুপ কার্যক্রম ছাড়াও কুমুদিনী কমপ্লেক্স, ভারতেশ্বরী হোমস স্কুল এবং লাইব্রেরি ভ্রমণ ছিল বাড়তি পাওয়া। আমরা একটি নদী পার হয়ে রণদা প্রসাদ সাহার বাসস্থান ও পারিবারিক মন্দিরে গিয়ে তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, রথযাত্রার রথ এবং নৌকা দেখতে পাই। ড. নাভারাস জে আফ্রিদি এবং ড. থেরেসা দে ল্যাঙ্গিসের মতো এই ক্ষেত্রের কিছু উজ্জ্বল পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ করার এবং শেখার সুযোগ ছিল অমূল্য। ড. রেজিনা বেগমের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত গবেষণা উপকরণ বিষয়ক এবং সংগীতের শক্তি সম্পর্কে মৌসুমী ভৌমিকের সাথে আলোচিত সেশনগুলো দুর্দান্ত ছিল। শিক্ষাবিদরা ছাড়াও, সারা যাকের (অভিনয় শিল্পী), শাহরিযার কবির (সাংবাদিক ও লেখক)-এর মতো লোকেরা জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাদের মূল্যবান অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের আলোকিত করেছেন। প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণকারীদের অসংখ্য প্রশ্নের খুব সহজ ভাষায় উত্তর দিয়ে বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে তোলেন। মধুপুর ও পীরগাছা গীর্জা পরিদর্শন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিজ চোখে দেখেছেন এমন ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। অনেকগুলো মজাদার দলীয় কাজ ছিল যেখানে অংশগ্রহণকারীরা - জেনোসাইড ও গণহত্যার বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের উপস্থাপনা প্রদান করে। সবুজ গাছপালায় ও বিভিন্ন রঙের ফুলে ঘেরা একটি কেন্দ্রে অবস্থিত দীঘিসহ কুমুদিনী কমপ্লেক্স অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি মনোরম পরিবেশ প্রদান করে, যেখানে তারা অবসরে আড্ডায় ব্যস্ত থাকতে পেরেছে। অবশ্য ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যে খুব কম ফাঁকা সময় পেয়েছি।

ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরাও তাদের ভূমিকা পালন করেছেন সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে। প্রোগ্রামের শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেও, ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক এবং পরামর্শদাতারা দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা করে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। এই আট দিন জুড়ে, অংশগ্রহণকারীরা ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলেন, তাইতো শেষ দিনে তোলা ছবির সুখী মুখগুলোর পেছনে বিচ্ছেদের দুঃখ লুকিয়ে ছিল।

বাংলাদেশে যে ভালবাসা, যত্ন এবং আতিথিয়তা পেয়েছি তাতে অভিভুত হয়েছি। এই দুটি আয়োজনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ এবং বিদেশের অনেক শিক্ষাবিদদের সাথে পরিচিত হয়েছি অনেক নতুন বন্ধু পেয়েছি, যা গোটা জীবনের জন্য আমি লালন করবো। আমি একজন ভারতীয় কিন্তু ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ও দাদু-দিদার সূত্রে আমার শিকড় বাংলাদেশের খুলনা এবং চট্টগ্রাম জেলায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িকভাবে অভিযুক্ত পরিবেশে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কারণে তারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তাই বাংলাদেশে আসাটা আমার জন্য পৈতৃক জমিতে একটি নস্টালজিক প্রত্যাবর্তন ছিল। শেষ করি এই বলে. 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।'

সায়ান লোধ, কলকাতা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিখা চিরঅম্লান প্রাঙ্গণে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ এবং এসওএস শিশুপল্লীর শিশু-কিশোরেরা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official